ডনের ফ্ল্যাটে বসে জাহির আব্বাস

ক সঙ্গীরা অনুসরণ করুক

করে কি বলা যায়? রেকর্ড তো য়ে ভাঙার জন্য ভাই। ওই সময় লেছিলাম। হয়ে গিয়েছিল বলতে । ব্যাটে-বলে টাইমিং ঠিক ছিল। টপাটপ রান তুলছিলাম। তবে, কীর্তি আছে এ ব্যাপারে যে, ক একবারও বোলাররা ওই ৮ স আউট করতে পারেনি।'

দ্র, শিক্ষিত, মার্জিত জাহির সর পক্ষে এর চেয়ে বেশি নিজের লা কঠিন। বহুদিনের বন্ধু, বিবিসি-বাদদাতা কামার আমেদ পর্যন্ত রের মুখ থেকে তাঁর নিজের কথা ব বের করতে পারেননি। কদাচিৎ র কথা বলেন। তবে, ১৯৮৫-র ন অ্যান্ড হেজেস কাপ ফাইনালে ভারত ও পাকিস্তান খেলছিল, তখন বিদেশি প্রচারমাধ্যমকে তিনি রাগত বলেছিলেন, 'ভারত-পাকিস্তান াল খেলছে, তাতে আপনাদের ব্যথা কীসের, কে জিতবে তা ?' এখনও তিনি নিজেকে এশিয়ান াবে ভাবতেই পছন্দ করেন। যখন কাছে জানতে চাইলাম, বিরাট লির খেলায় কি গ্রেগ চ্যাপেলের আছে? তৎক্ষণাৎ তেলেবেগুনে উঠলেন, 'কেন আমাদের সবসময় শি ক্রিকেটারদের সঙ্গে তুলনা করতে ? এশিয়ায় কি নামী ব্যাটসম্যানের া কম? আমাদের জাভেদ, সেলিম ক, ইনজামাম-উল-হক, মজিদ খান, তের আব্বাস আলি বেগ, মহিন্দার রনাথ, সুনীল গাভাসকার, শচীন ুলকার, এমনকী শ্রীলঙ্কার অরবিন্দ সেলভাও দারুণ খেলে গিয়েছে। দের সঙ্গে তুলনা করুন বিরাটের। রা এশিয়ানরা কম যাই না। ওদের ন ডেনিস লিলি আছে, আমাদের ছে ইমরান খান, ওয়াসিম আক্রাম। র ইয়ান বথামের থেকে আমাদের লদেব কম বড় নয়। আমি চাই, রা মানে এশীয়রা যেন নিজেদের তা করে বড় হই। ভারত লর্ডসে ল বিচ্ছিরিভাবে এবার। অথচ খানেক আগে আমাদের পাকিস্তান স ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়ে গেছে ই লর্ডসেই।'

জাহির আব্বাস একেবারে টগবগ করে ফুটছেন তখন, 'কী বলব ভাই, যখনই দেখি ইংল্যান্ড হারছে, বেশ মজা পাই। আমরা গোরাদের চেয়ে কম নই। এই যে বোধটা, এটা যদি সব এশীয়দের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে দেখবেন আমরা আরও স্ট্রং হয়ে উঠব। এ কথা আমি বিশ্বাস করি, কাউন্টি ক্রিকেটে না খেললে আমি এমন দাপট দেখাতে পারতাম না। কাউন্টি ক্রিকেট আমাকে শিখিয়েছে অনেক কিছু। এই কৃতজ্ঞতা বোধ আমার আছে। লেকিন হাম (লোগ) কিসিসে কম নেহি। আমি চেয়েছিলাম, ওভাল থেকে অন্তত ভারত জিতে ফিরুক। তাতে সিরিজ হারলেও এতটা লজ্জায় পড়তে হত না আমাদের। ভারত হেরেছে বলে পাকিস্তানি হিসেবে আনন্দ হবে, এই ক্ষুদ্র মানসিকতায় আমি কোনওদিনই বিশ্বাসী নই। হারলেও ভারতের কয়েকটি ব্যাপারে যে উন্নতি ঘটিয়েছে, তার উল্লেখ করতে চাই। কেয়া বোলার নিকলা বুমরা! ওর বাউন্সারে তো মুখের ঠিকানা লেখা থাকে। না ছাড়লে মুখ ফেটে যাবে। বহুৎ বড়িয়া বোলার।'

এবার কিন্তু ক্রিকেট মহলের 'জেড'-কে বিলেত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। প্রতি বছর করাচি থেকে চলে আসেন লন্ডনের এই ফ্ল্যাটে। মনোরম আবহাওয়ায় মাস তিনেক কাটিয়ে যেতে। করাচিতে গরম কমেছে। এবার তাঁকে ফিরে যেতে হবে, 'এতদিন বাড়ি বন্ধ করে ফেলে রাখা যায়? এবার তো যেতে হবে। ভারতের সব খেলা দেখি তো টিভিতে। ভারত যদি হঠাৎ হালকা মনোভাব না দেখায়, তা হলে ইংল্যান্ডকে হারতেই হবে ওভালে। এমন একটা ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষদিন ছাড়া ভারত অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে থাকল। আর এই সুযোগেই ইংল্যান্ড ঘাড়ে উঠে পড়েছিল ইন্ডিয়ার। নটিংহ্যামে যে ছন্দে ভারতকে দেখেছিলাম, সেই ছন্দে থাকতে পারলে ৪-১ রেজাল্ট হত না। বিরাট কোহলি টগবগ করে ফুটছে। এবং ওর সঙ্গী খেলোয়াড়রা ওকে অনুসরণ করছে। করুক। তা হলেই দেখবেন ভারত অনেক ম্যাচে জিততে পারবে। ইংল্যান্ড আবার হারুক, আমরা একটু মজা পাই। এই আর কী। আবার বলছি, যদি কেউ এশীয় ক্রিকেটারদের ছোট করে দেখাতে চায়, প্লিজ, প্রতিবাদ করবেন। আমরা কোনও অংশে অন্য কোনও দেশের ক্রিকেটারদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। এখন তো ভারত দুনিয়ার সেরা দল। আমি চাইব, যেন বিরাটরা এমন দাপট দেখিয়ে যায় আগামী বছরগুলিতেও। পাকিস্তান সঙ্গে থাকুক। শ্রীলঙ্কা এখন খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে প্রশাসনের গন্ডগোলের কারণে। আমরা আশা করব, শ্রীলঙ্কা নিজেদের গুছিয়ে নেবে খুব দ্রুত। বাংলাদেশও উঠে আসছে। সব মিলিয়ে এশিয়ায় যারা ক্রিকেট খেলে, তারাই যে আগামীতে ক্রিকেট দুনিয়া শাসন করবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

সব শেষে উঠল এশিয়া কাপ প্রসঙ্গ। এবং জাহির কিছুটা হলেও এগিয়ে রাখতে চাইলেন পাকিস্তানকে, 'ভারত এখানে খেলে এবং হেরে ক্লান্ত থাকবে। তার ওপর বিরাট থাকছে না। এবং পাকিস্তান এশিয়া কাপে অংশগ্রহণ করার আগে যেভাবে পরিশ্রম করেছে, তা শুনে আমার যেন মনে হচ্ছে, পাকিস্তান খানিকটা হলেও এগিয়ে থাকবে। এখন খেলার ব্যাপার তো বলা যায় না। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে যে কোনও দল জিততে পারে। আমি প্রস্তুতির কথা ভেবে পাকিস্তানকে এগিয়ে রাখছি।'

নিলাম বিজ্ঞপ্তি
ডালহৌসি-র উত্তম স্থানে
কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি বিক্রয়

নিক্কো কর্পোরেশন লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন)
বিক্রয়ার্থ ঘোষনা

প্রায় 60,000 SQ FT. এর বেশী কমার্শিয়াল সম্পত্তি
নিক্কো হাউস, 2, হেয়ার স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭০০০০১ স্থিত

পাবলিক নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়
সংরক্ষিত মূল্য টা. ৪০ কোটি

বিশদ জানতে
http://vinodkothari.com/nicco-liquidation/
E-mail us : niccoliquidation@gmail.com
দরখাস্ত আহ্বান এর শেষ তারিখ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮
বিনোদ কুমার কোঠারী, লিকুইডেটর
নিক্কো কর্পোরেশন লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন)
নিক্কো হাউস, 2, হেয়ার স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭০০০০১
e-mail: niccoliquidation@gmail.com
রেজিঃ নং: IBBI/IPA-002/IP-N00019/2016-17/10033
১২/০৯/২০১৮